প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষমতা রাখে ভারতের অচিরাচরিত শক্তির ভান্ডার হয়ে ওঠবার, iFOREST-এর নতুন প্রতিবেদনে প্রকাশ

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: iFOREST, ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এক পরিবেশ গবেষণা সংস্থা, আজ পশ্চিমবঙ্গে অচিরাচরিত শক্তির (RE) বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা তুলে ধরতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন কিছু নীতিগত সুপারিশ যা বাস্তবে কার্যকরী করা সম্ভব ।

প্রতিবেদনগুলি প্রকাশিত হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গে অচিরাচরিত শক্তি বৃদ্ধির ক্ষমতায়ন' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় যার লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন অংশীদারদের ভিতর মতবিনিময়। অনুষ্ঠানটির আয়োজন হয় কলকাতা-স্থিত বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (BCCI) পরিসরে। সহযোগিতায় ছিলেন এ শহরেরই এনভায়রনমেন্ট গভার্নড ইন্টিগ্রেটেড অর্গানাইজেশন (EnGIO) । অংশগ্রহণ করেন রাজ্য সরকার, RE শিল্প ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা।

অনুষ্ঠানটি এমন একটি সময়ে আয়োজিত হল যখন পশ্চিমবঙ্গ জোড়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি: একদিকে ক্রমবর্দ্ধমান বিদ্যুত চাহিদা, অপরদিকে RE ব্যবহার নিয়ে Renewable Purchase Obligations (RPOs)-এর আকারে বেড়ে চলা জাতীয় নির্দেশনা। iFOREST-এর অনুমান অনুযায়ী, জাতীয় RE লক্ষ্য পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের RE ক্ষমতার চাহিদা ২০৩২ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাবে। বর্তমানে, রাজ্যের ক্ষমতা শুধুমাত্র ৬৪০ মেগাওয়াটের কাছাকাছি।

পশ্চিমবঙ্গের RE সেক্টর এ মুহূর্তে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে। পূর্ব ভারতের এ রাজ্যটি RE ক্ষমতা জাতীয় ক্ষমতার মাত্র ০.৪%। গত পাঁচ বছরে, জাতীয় RE ক্ষমতা ৬৪,২৩২ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যোগ হয়েছে মাত্র ১৩২ মেগাওয়াট ক্ষমতা। তবে, iFOREST-এর মূল্যায়ন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে RE সম্ভাবনা খুবই উঁচু।

"সর্বশেষ তথ্য ও আপডেটেড কার্যপ্রণালীর ভিত্তিতে করি আমাদের গবেষণা দেখায় যে পশ্চিমবঙ্গের RE সম্ভাবনা এ বিষয়ের কেন্দ্রিয় মন্ত্রকের (MNRE) করা মূল্যায়নের তিন থেকে চার গুণ বেশি। এ রাজ্যের পক্ষে খুব সহজেই তার বর্তমান ও ভবিষ্যত RE শক্তির চাহিদা পূরণ করা এবং সবুজ উন্নয়ন ও চাকরিকে উৎসাহিত করা সম্ভব," iFOREST-এর CEO ডঃ চন্দ্র ভূষণ তাঁর বক্তৃতায় বলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিধায়ক এবং কলকাতা পৌর সংস্থার জলবায়ু ও সৌর কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী দেবাশিস কুমার। তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে বেশকিছু অচিরাচরিত শক্তি প্রকল্প নিয়ে ভাবনা চলছে। তবে, এগুলিকে একটি কাঠামোয় ফেলতে নীতির প্রণয়নের প্রয়োজন আছে।"

"অচিরাচরিত শক্তির চাহিদা গণ আন্দোলন হিসেবে গড়তে হবে। এর জন্য শক্তিশালী রাজ্য নীতি অপরিহার্য," বলেন বিশেষ অতিথি, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস সুরেশ কুমার।

iFOREST-এর এই গবেষণায় প্রকাশ:

- ভূ-স্থাপিত সৌরশক্তি উৎপাদন সম্ভাবনা ১৯,০০০ মেগাওয়াটের বেশি, যা MNRE-অনুমিত পরিমাণের তিনগুণ। এই সম্ভাবনার প্রায় ৫৬% পুরুলিয়া জেলায়।
- রাজ্যের ৩০টি প্রধান বাঁধে ভাসমান সৌর PV-দ্বারা উৎপাদন সম্ভাবনা ৩,৫৬৭ মেগাওয়াট। সর্বাধিক ১,৭৯০ মেগাওয়াট সম্ভাবনা কংসাবতী বাঁধে।
- বায়ু শক্তি প্রকল্পের জন্য তাত্ত্বিক সম্ভাবনা ১০০ মিটার উচ্চতায় প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট এবং ১৫০ মিটার উচ্চতায় (১০০% ব্যবহার) প্রায় ২৩,০০০ মেগাওয়াট চিহ্নিত হয়েছে।
- বায়োমাস থেকে সম্ভাবনা ২,৮৬৪ মেগাওয়াট, যা MNRE-এর মূল্যায়নের দ্বিগুণ। পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাগুলি মূল্যায়িত সম্ভাবনার অর্ধেক প্রতিনিধিত্ব করে।

বর্তমানে, পশ্চিমবঙ্গ RE আমদানিতে ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল যাতে তার RPO প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা যায়। রাজ্যের বিতরণ কোম্পানিগুলি ২০২২-২৩ সালে ৮,৩৯৬.৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা RE শক্তি আমদানি করেছে, যা মোট RE ক্রয়ের প্রায় ৮৭%। তবে, আগামী বছরগুলিতে RE আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যয়বহুল হতে চলেছে কারণ আন্তঃরাজ্য RE ক্রয়ে ট্রান্সমিশন খরচে মাফ ২০২৫ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে ধীরে ধীরে উঠানো হবে। iFOREST অনুমান করছে যে বর্তমান আন্তঃরাজ্য ট্রান্সমিশন সিস্টেম (ISTS) চার্জ ৯০ পয়সা/ইউনিট পর্যন্ত মকুব হতে পারে। একবার এই চার্জগুলি ক্রয়ের খরচে অন্তর্ভুক্ত হলে, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত RE প্ল্যান্ট থেকে পাওয়ার ক্রয় করা সস্তা হবে। তাই, পশ্চিমবঙ্গের জন্য রাজ্যে RE প্ল্যান্ট স্থাপন করা অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাজনক হবে, iFOREST-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে, রাজ্যের একটি আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী অচিরাচরিত শক্তি নীতির প্রয়োজন যা বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং একটি প্রাণবন্ত RE সেক্টর গড়ে তুলবে। "বর্তমান RE নীতি এখন এক দশকেরও বেশি পুরনো, এটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি নতুন RE নীতি তৈরি করার সময়মতো সুযোগ, যা RE-এর উন্নয়ন ও শক্তিশালী রাজ্যস্তরের প্রতিষ্ঠান তৈরিতে উপযুক্ত সমাধান প্রদান করবে," বলেন iFOREST প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, মান্ডবি সিং।

রিপোর্টটি পড়তে ক্লিক করুন:

https://iforest.global/research/west-bengal-renewable-energy-potential-re-assessment-request-download/

iFOREST সম্পর্কে

ইন্টারনেশনল ফোরাম ফর এনভায়রনমেন্ট, সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড টেকনোলজি (iFOREST) একটি স্বাধীন অলাভজনক গবেষণা ও উদ্ভাবন সংস্থা যা ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিবেশ-উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত, প্রচার এবং বৃদ্ধি করার জন্য। আমাদের কাজ স্থায়িত্ব এবং সাম্য প্রতিশ্রুতি দ্বারা পরিচালিত, নিশ্চিত করে যে আমাদের সমাধানগুলি সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত এবং পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল।

iFOREST-এর কাজ আঞ্চলিক অগ্রাধিকারগুলিতে ভিত্তি করে যা উপ-জাতীয় স্তরে পরিবেশগত কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে এবং জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনাগুলিকে সমর্থন করতে সহায়তা করে। আমাদের মিশন হল আঞ্চলিক চাহিদাগুলির মোকাবিলা করা এবং জাতীয় কার্যক্রমকে বৃদ্ধি করে একটি বৈশ্বিক প্রভাব তৈরি করা। আমরা আমাদের আঞ্চলিক জ্ঞানকে জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনায় নির্দেশিত করে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করি।

আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য, আমরা স্বাধীন প্রমাণ-ভিত্তিক গবেষণা করি, নতুন জ্ঞান ও উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করি, অংশীদারদের একত্র করি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং একমত তৈরি করতে, এবং চিন্তাশীল প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, সরকারী সংস্থা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের সাথে অংশীদারিত্ব করি সমাধানগুলো বিস্তৃত করতে।

আরও বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

শ্রিয়া মোহন
কমিউনিকেশন লিড, iFOREST
shriya@iforest.global | +91 7042144726

NCR Office: C - 902, 9th Floor, Urbtech Trade Center, B – 35, Sector 132, Noida – 201304 Uttar Pradesh
Registered Office: 15-A, 3rd Floor, Pratap Nagar, Mayur Vihar, Delhi - 110091
Phone: +91-120 6137 440 & 011 4309 7307 **l Email:** contact@iforest.global